তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ১০৮৪

**রংপুর বিভাগ এখন হাইস্পিড গতিতে এগিয়ে চলছে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে; এটা অনেকের মনে কষ্ট। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনেকের কষ্ট। বাংলাদেশের মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস দূর হয়ে গেছে। এটি দূর করেছেন আলোর দিশারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। দেশ যাতে স্বাধীন না হয় সেজন্য অনেকেই বিদেশিদের কাছে তাকিয়ে ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, করোনা মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিতে অনেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যদের ইঙ্গিতে, ইশারায় চলছে। ঐ জায়গায় নেয়া যাবে না। বাংলাদেশের মানুষের চোখ খুলে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ হিমালয়সম উচ্চতায় চলে গিয়েছিল। ৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশ অন্ধকারে তলিয়ে যায়। সে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন আলোর পথের দিশারী শেখ হাসিনা। আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ সাংবাদিক সমিতি, ঢাকা আরো বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থ ডিআরইউতে রংপুর বিভাগ সাংবাদিক সমিতির, ঢাকা এর বার্ষিক সাধারণ সভার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য উন্মে কুলসুম স্মৃতি, সংগঠনের সিনিয়র সদস্য শামসুল হক দুররানী, সংগঠনের সিনিয়র সদস্য আনন্দ আলোর সম্পাদক রেজানুর রহমান, সদস্য মশিউর রহমান, সংগঠনের সাবেক আহ্বায়ক ও নর্থ বেঙ্গল ফোরামের সভাপতি নজমুল হক সরকার এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়সার ইমন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রংপুর বিভাগ ছিল না। এটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। রংপুর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার জন্য রংপুর বিভাগ সাংবাদিক সমিতি, ঢাকার পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, রংপুরের ঘাঘট নদীর উন্নয়নে ২৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন। যেমনটি তিনি পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে সিরিয়াস ছিলেন তেমনি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি একজন দক্ষ কূটনীতিক। তাঁর দক্ষ কূটনৈতিকতার ফলে তিনবিঘা করিডোর, ছিটমহল সমস্যার সমাধান, গঙ্গার পানি চুক্তি নবায়ন, বঙ্গোপসাগরে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাংলাদেশ যত বড়, তার চেয়ে বড়, আমাদের মেরিটাইম সেক্টর। উত্তরাঞ্চল দেশের পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে মূল রিপ্রেজেন্ট এর ভূমিকা পালন করে থাকে। উত্তরবঙ্গের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে রেল ও সড়কপথের উন্নয়ন করা হচ্ছে। রংপুর বিভাগে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরা গণমাধ্যমের দায়িত্ব।

#

জাহাঙ্গীর/আরমান/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১০৮৩

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন আপসহীন নেত্রী, মাথা নোয়াবার নন**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশকে এমন এক ঈর্ষণীয় অবস্থানে উন্নীত করেছেন, যা সারাবিশ্বের নিকট উদাহরণস্বরূপ। বাংলাদেশ আজ সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ, বলিষ্ঠ ও ইস্পাতদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারা পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি-জামাতসহ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির মদতে এ অর্জনকে নস্যাৎ করার জন্য দেশে-বিদেশে চক্রান্ত চলছে। কিন্তু এ চক্রান্ত সফল হবে না। কেননা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন আপসহীন নেত্রী, মাথা নোয়াবার নন।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে একাডেমি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা। তিনি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল। সংকটে তিনি পরিত্রাতা। সংগ্রামে তিনি অবিচল আস্থার মূর্ত প্রতীক। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের পর শেখ হাসিনা চরম দুঃসময়ে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছেন। গণতন্ত্রের সংগ্রামে দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন। বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব সালাহউদ্দিন আহাম্মদ।

প্রতিমন্ত্রী পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে একাডেমি আয়োজিত ‘গণজাগরণের পুতুল নাট্য উৎসব ২০২৩’ এর উদ্বোধন করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপী ২৮টি পুতুলনাট্য দলের পরিবেশনায় ৪৪টি জেলার ১২০টি স্থানে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

#

ফয়সল/আরমান/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৮২

**ইতালির Guglielmo Marcony গ্রন্থাগারে ‘বাংলাদেশ কর্নার’ উদ্বোধন**

ইতালি, ২৯ সেপ্টেম্বর :

বাংলাদেশ দূতাবাস এবং রোমে অবস্থিত গুলিয়েলমো মার্কনি (Guglielmo Marcony) গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগারে গতকাল (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩) ‘বাংলাদেশ কর্নার’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বিদেশি অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্যে ‘বাংলাদেশ কর্নার’ যৌথভাবে উদ্বোধন করেন ইতালিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান এবং মার্কনি গ্রন্থাগারের পরিচালক কিয়ারা পমা।

             উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান  বিপুল বাংলাদেশিদের কর্মস্থল রোমের একটি স্বনামধন্য গ্রন্থাগার  গুলিয়েলমো মার্কনিতে ‘বাংলাদেশ কর্নার’ স্থাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে লাইব্রেরির পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ৭০ টি বইয়ের মধ্যে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী (বাংলা ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত), বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিভিন্ন প্রকাশনা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম, রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা বিষয়ক প্রকাশনা এবং ইতালীয় ভাষায় রচিত এবং অনূদিত বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ওপর প্রকাশনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন অভিযাত্রা বিষয়ক কয়েকটি প্রকাশনাও স্থান পায় গ্যালারিতে। রাষ্ট্রদূত ভাষা শহিদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে উপস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটির সবাইকে বই পড়া, বাংলা ভাষা চর্চা এবং জ্ঞানার্জন করতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, প্রবাসী সাংবাদিক, বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, ইতালিয়ান পাঠক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

#

আরমান/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৮১

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালির বিশ্ব জয়ের সারথি**

 **-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

কোমলমতি শিশুদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে উদ্‌যাপিত হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা প্রধান অতিথি হিসেবে শিশুদের সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিনের কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালির বিশ্ব জয়ের সারথি। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তেমনি আজ আমরা দেশের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জন্ম না হলে উন্নয়নশীল দেশের গর্বিত নাগরিক হতে পারতাম না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবে উন্নত, সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে সংবিধান মেনেই নির্বাচন হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে। আওয়ামী লীগ জনগণের শক্তিতে শক্তিমান, জনগণের বলে বলিয়ান। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জয়ী করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপির জনগণের উপর আস্থা নেই। তাদের আস্থা বিদেশিদের ওপর। প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা এদেশে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এজন্য বারবার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এদেশের মানুষের উন্নয়ন হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেকের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন ও শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন।

আলোচনা পর্ব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

#

আলমগীর/আরমান/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৮০

**প্রধানমন্ত্রী জেগে আছেন বলেই বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে**

 **-- পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা পরম্পরার এক সার্থক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন, তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার হাতে তা বিকশিত হয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু যে আধুনিক প্রযুক্তি শুরু করেছিলেন আজ তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ। ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছিলেন আর তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা শেষ করেছেন। শেখ হাসিনা একজন আজন্ম লড়াকু যোদ্ধা। তিনি অবিরাম জেগে আছেন বলেই বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখিপুরে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা, দোয়া ও কেক কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এসময় নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের স্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন করে উপমন্ত্রী বলেন, প্রতিকূল পরিবেশে লড়াকু শেখ হাসিনা যুদ্ধ করেই আজকের অবস্থায় এসেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে এসেছিলেন বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছে। যারা লাল সবুজ পতাকার বদলে চাঁদ তারা পতাকা চায়, সেই অসুর শক্তি আবারো আগামী নির্বাচনকে ঘিরে ছোবল মারতে উদ্ধত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

আওয়ামী লীগের সাবেক এই সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, বঙ্গবন্ধু যেমন একটি দর্শন, একটি আদর্শ ঠিক তেমনি শেখ হাসিনাও একটি দর্শন ও আদর্শের নাম। বঙ্গবন্ধু জন্ম না নিলে বাংলাদেশ হতো না। ঠিক তেমনি শেখ হাসিনা না থাকলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ও অবিশ্বাস্য উন্নয়ন হতো না। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিহিত আছে বলেই দেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়। আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে আবারো ক্ষমতায় আনার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। একটা সময় মানুষ বলতো- ‘আওয়ামী লীগের জন্য শেখ হাসিনা অপরিহার্য।’ এখন মানুষ বলে- ‘শুধু আওয়ামী লীগের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জন্যও শেখ হাসিনা অপরিহার্য’।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, সহ-সভাপতি ওহাব বেপারী, মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি তাহমিনা খাতুন শিলু, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এম এ কাইউম পাইক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার, নড়িয়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন, সখিপুর থানার সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মানিক সরকার প্রমুখ।

#

গিয়াস/আরমান/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৭৯

**লড়াই-সংগ্রাম, উন্নয়ন-অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের নাম শেখ হাসিনা**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধু একজন রাজনীতিবিদের নাম নয়, এক সংগ্রামী উপাখ্যানের নাম। লড়াই-সংগ্রাম, উন্নয়ন-অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের নাম শেখ হাসিনা। তিনি এ দেশে গণতন্ত্রের প্রতীক, আবহমান বাংলার সংস্কৃতির প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক।’

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কৃষক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের পর বাতাসের বিপরীতে উজান ঠেলে যে নেত্রী মা-বাবা-ভাই, আত্মীয়-পরিজন সবাইকে হারিয়ে এদেশের মানুষকে আপন করে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।’

শেখ হাসিনাকে ‘মৃত্যুঞ্জয়ী’ বর্ণনা করে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বিচলিত হন নাই, দ্বিধান্বিত হন নাই। বরং দৃপ্ত পদভারে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দেশের সংগ্রামের কাফেলাকে, মানুষের ভোট এবং ভাতের অধিকার আদায়ের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতোই জননেত্রী শেখ হাসিনাও ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেন নাই। সেটি করলে ১৯৮২ সালেই তিনি ক্ষমতায় যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি মানুষের অধিকার আর দেশের অগ্রগতির জন্য রাজনীতি করেছেন।’

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে পাখি শিকারের মতো মানুষ শিকার করে শেখ হাসিনাকে হত্যার অপচেষ্টা হয়েছে, আমদের ৩২ জন নেতা-কর্মী সেদিন শহিদ হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রীকে বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছুঁড়ে হত্যার অপচেষ্টা করা হয়েছে। কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি বোমা পুঁতে তাঁকে হত্যার অপচেষ্টা হয়েছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে বিএনপি ও ফ্রিডম পার্টির সন্ত্রাসীরা শেখ হাসিনাকে হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছে, সারাদেশের পথে পথে তাঁর ওপর বারবার হামলা করেছে। কিন্তু শেখ হাসিনা মৃত্যুঞ্জয়ী।’

**‘দেশটাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করতে চায় বিএনপি’**

এ দিন সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, যারা দেশে-দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে আজকে বিএনপি-জামায়াত তাদের হাতে, বিশ্ববেনিয়াদের হাতে দেশটাকে তুলে দিতে চায়। দেশটাকে তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়। কিন্তু এ অপচেষ্টায় কোনো লাভ হবে না।

নির্বাচন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে, নির্বাচন ভন্ডুল করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার অনেক অপচেষ্টা হচ্ছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই অপচেষ্টা যারা করছে সেই বিএনপি হচ্ছে ছাগলের তিন নম্বর ছানা। তাদেরকে কেউ বাতাস দিচ্ছে এবং সেই বাতাসে ফখরুল সাহেব লাফাচ্ছেন। তারা লাফাতেই থাকবেন আর এদিকে যথাসময়ে নির্বাচন হবে। আর সেই নির্বাচনে আবারো ধস নামানো বিজয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা আবার দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন হবেন ইনশাআল্লাহ।’

কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন এবং আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি। পরে মন্ত্রী হাছান মাহমুদ সবাইকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও দেশ-দশের মঙ্গল কামনায় দোয়ায় অংশ নেন।

#

আকরাম/আরমান/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৮

**স্মারক ডাকটিকিটের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম**

**ইতিহাসকে আত্মস্থ করার সুযোগ পায়**

 **---মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্মারক ডাকটিকিট হচ্ছে সভ্যতার বাহন। স্মারক ডাকটিকিট একটি দেশ, জাতি ও সভ্যতা সম্পর্কে যে তথ্য দিতে পারে অন্যভাবে তা পাওয়া যায় না। স্মারক ডাকটিকিটের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম অতীতের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে আত্মস্থ করার সুযোগ পায়। ডাকটিকিট সংগ্রহ একটা বড় শখ ও নেশা, এখন আগের মতো চিঠি চালাচালি নেই, তবু অনেকের কাছেই স্মারক ডাকটিকিট সংগ্রহ এখনো বড় শখ। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য কো-কারিক্যুলাম হিসেবে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা ভবনের তৃতীয় তলায় শুরু হওয়া এফআইপি স্পন্সরশিপ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাম্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মোবাইল ফোন চিঠির যুগের শেষ করলেও ডাকের দিন শেষ হয়নি। ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরে পরিণত করার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে উল্লেখ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রযুক্তির বিকাশ ডাকঘরের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ডাকঘর আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল করতে না পারলে ডাকঘর সচল রাখতে পারব না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডাক সার্ভিসের উন্নয়নে খুবই আন্তরিক। এরই ধারাবাহিকতায় ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরে রূপান্তর করার কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ডাকে পণ্য পাঠানোর তথ্য মুঠোফোনেই ট্রেকিং করে পাওয়া যাচ্ছে। রান্না করা খাবার ও পচনশীল পণ্য সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডাক সেবার ডিজিটাল রূপান্তরে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া, চায়না, সৌদিআরব, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, ফিজি, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও নেপালসহ ১৭টি দেশ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ ফিলাটেলিক ফেডারেশনের সভাপতি শরিফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফিলাটেলিক জ্যুরি বোর্ডের সহ-সভাপতি রজার ট্যান (সিঙ্গাপুর), ট্যান চিহুই (মালয়েশিয়া) এবং ভারতের ফিলাটেলিক এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেশ কুমার বাগরি। বাংলাদেশ ফিলাটেলিক ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য ফয়জুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়া পোস্ট এর প্রীতি আগার ওয়াল, হাম্মাদ জাফর, অস্ট্রেলিয়া ফিলাটেলিক এসোসিয়েশনের ডেভিড ফিগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

প্রদর্শনীতে চারটি দেশের জাতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে অস্থায়ী পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০টি স্টলে বিভিন্ন সংগ্রহ সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরে মন্ত্রী প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এর আগে চার দিনব্রাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তিনি।

#

শেফায়েত/আরমান/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৮৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৭৭

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩৪০ জন।

#

 সুলতানা/আরমান/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৬

**রোবট এখন আর বিলাসী নয়, প্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে**

 **-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, সময়ের প্রয়োজনে রোবট এখন আর বিলাসী পণ্য নয়, এটা এখন স্মার্টফোনের মতোই প্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে। দেশের তরুণরা যেন আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে পারে, এ লক্ষ্যে আগামী রোবট অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার আগেই জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্থাপিত ৩০০টি স্কুল অব ফিউচারে একটি করে ড্রোন, থ্রিডি প্রিন্টার, এআর, ভিআর ও আধুনিক ল্যাব স্থাপন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ‘৬ষ্ঠ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২৩ -এর জাতীয় পর্বের’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, আমাদের সবকিছু স্মার্ট ডিভাইস নির্ভর হয়ে গেছে। সেই বাস্তবতা থেকেই এখন যোগাযোগ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রেই রোবটের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাপান যদি রোবটকে কাপড় কাটা শিখিয়ে ফেলে তবে ঝুঁকিতে পড়বে দেশের তৈরি পোশাক খাত। তাই রোবট বানানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর কাজে সেই রোবট আমরা ব্যবহার করবো, বিদেশেও রপ্তানি করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান রোবট অলিম্পিয়াড ২০২৩ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সেঁজুতি রহমান, বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল বক্তৃতা করেন।

#

শহিদুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৫

**বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ইরফান সাদিকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করছে মালয়েশিয়ার পুলিশ**

কুয়ালালামপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর:

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ইরফান সাদিকের অকাল মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করছে মালয়েশিয়ার পুলিশ। বাংলাদেশ হাইকমিশনের পত্রের আলোকে তদন্ত করার কথা আজ জানিয়েছে মালয়েশিয়ার সারাওয়াক প্রদেশের পুলিশ কর্তৃপক্ষ। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বাংলাদেশ হাইকমিশনকে নিয়মিত জানাবে বলেও জানিয়েছে সারাওয়াক পুলিশ।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার সারাওয়াক প্রদেশের কুচিং শহরে অবস্থিত সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ইরফান সাদিক গত ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত শিক্ষার্থীর পরিবার লিখিতভাবে পোস্টমর্টেম এবং তদন্ত না করার অনুরোধ করায় মালয়েশিয়ার পুলিশ মামলাটি হাসপাতালের মৃত্যুর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বন্ধ করে দেয়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে পুনরায় তদন্তের কথা বলা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন মৃত্যুর ঘটনাটি পুনরায় তদন্ত করার জন্য মালয়েশিয়ার সরকারকে লিখিতভাবে অনুরোধ করায় তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় সারাওয়াক রাজ্যের পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

#

মারুফ/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৪

**অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধরে রাখতে হবে**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (আত্রাই), ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে এই দেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ। সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা আছে। এ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধরে রাখতে হবে।

মন্ত্রী আজ নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় আত্রাই সর্বজনীন রাঁধা গোবিন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সব ধর্মের মূল বাণী মানুষের কল্যাণ। আদিকাল থেকেই এ দেশে প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজেদের সংখ্যালঘু না ভেবে বাংলাদেশি ভাবতে হবে। দেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি, ভয় পেলে চলবেনা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করে সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচারে সনাতন ধর্মের মানুষ অনেকেই জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ সরকারই আবার ভারতে আশ্রয়কারীদের দেশে ফিরিয়ে এনেছিল।

অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন হেলালসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে খাদ্যমন্ত্রী মন্দির প্রাঙ্গণে চারাগাছ রোপণ করেন।

#

কামাল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৪৮ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৩

**জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় কন্যাশিশু
দিবস-২০২৩ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কন্যাশিশুকে আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে কন্যাশিশু। নারী ও কন্যাশিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বাংলাদেশ এখন জেন্ডার সমতায় সারা বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাই কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের সুদক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।

আওয়ামী লীগ সরকার গত সাড়ে ১৪ বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নারী ও কন্যাশিশুদের উন্নয়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ ২ লাখ ৬১ হাজার ৭ শত ৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং জিডিপি’র ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। বাজেটে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও ১৭টি বিভাগের জন্য পৃথক জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হবে।

কন্যাশিশুদের কল্যাণে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন, উপবৃত্তি প্রবর্তন, বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করেছি। জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন-২০২০ এবং যুগোপযোগী বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রীড়াঙ্গনেও আমাদের মেয়েরা ঈর্ষণীয় সাফল্য প্রদর্শন করছে। এর মূল কারণ কন্যাশিশুর প্রতিভা বিকাশে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি, তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও পৃষ্ঠপোষকতা।

আমি মনে করি, কন্যাশিশুদের বিকশিত হওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহলে তারা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে এবং আগামীর উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট’ বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১২২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭২

**জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার’- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস- ২০২৩ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি উপলক্ষ্যে দেশের সকল কন্যাশিশুসহ সব শিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা।

দেশকে সমৃদ্ধির সুউচ্চ শিখরে পৌঁছাতে একটি সুস্থ, সুন্দর, শিক্ষিত প্রজন্ম অপরিহার্য। সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় থেকে শুরু করে শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজকের কন্যাশিশুর মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজ করছে আগামী দিনের আদর্শ মা। তাই কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার প্রণয়ন করেছে বিভিন্ন আইন ও সুরক্ষা কার্যক্রম। ভবিষ্যৎ সুস্থ প্রজন্ম গড়ার প্রত্যয়ে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপবৃত্তির সুযোগসহ যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষাকে পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে কন্যাশিশুদের সম্পৃক্ত করায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ের কন্যাশিশুরা শিক্ষিত ও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে।

সরকারি-বেসরকারি নানা পদক্ষেপের কারণে দেশে কন্যাশিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। কন্যাশিশুরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা প্রদর্শন করছে। এছাড়া তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে জেন্ডার সমতায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে রোল মডেল।

আমি মনে করি, কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ হবে যথার্থ বিনিয়োগ। কারণ আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনে গড়ে তুলতে পারবে একটি শিক্ষিত পরিবার ও বিশ্বসভায় নেতৃত্ব দানে পারদর্শী সুযোগ্য সন্তান। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের সফল নেতৃত্বের বিকাশে আমরা কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় আরো বেশি সচেষ্ট হব-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ